13

আজকের কাগজ

তারিখ 10 OCT 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

অবরুদ্ধ বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতি কোন পথে চলছে?

অজয় দাশগুপ্ত

বাংলাদেশের ছাত্র-রাজনীতি যে পথে চলছে তার ভেতরের অস্থিরতার চিহ্ন এখন প্রকাশ্য। সন্ত্রাস, হত্যা, খুন রক্তাক্ত রাজনীতির স্রোতে নিয়ে চলেছে ছাত্রদের। দেশের সার্বিক পরিস্থিতির বাইরে এসব নতুন কিছু নয়। দেশ জুড়ে দেশ-বিরোধীদের যে তাণ্ডব, এগুলো তারই অংশ। ঘোলাটে রাজনীতি, ইতিহাস বিকৃতি মুক্তিযুদ্ধের প্রতি যথাযথ সম্মানের অভাবে ছাত্ররা ভেতরে ভেতরে যেভাবে ভাঙছে, তাতে অতীতের মত নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা রাখবে কিনা সেটাই বিবেচ্য। ভেতরের ভাঙচুর সম্পর্কে বলার পূর্বে কেন এ রকম প্রশ্নের উদয় হল, তা জানানোটাই জরুরী মনে করি। আমাদের দেশে এ পর্যন্ত যতগুলো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার সিংহ ভাগের নেতৃত্বে ছিলেন ছাত্র সমাজ। অতীত বলছে, বাষট্টি থেকে একাত্তর, এই এক দশক বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন রচনা করতে সমর্থ হয়েছে ইতিহাস। এ দেশ, এই জাতিকে দিতে পেরেছে গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবের সাহস, উদ্দীপনার মন্ত্র। যার ফলে আজকের বাংলাদেশ। সে সময়কালে ছাত্ররা কেবল জননন্দিত ছিলেন তাই নয়, তাঁদের জন্য গর্বিত ছিলেন দেশবাসী। বাসে, টেনে, গাড়ীতে ছাত্র'রা পেতেন যথাযথ সম্মান। তাঁদেরকে বসার স্থান ছেড়ে দেয়া, আন্তরিক সম্ভাষণে কাছে বসানো ছাড়া ও ছোট ছোট সামাজিক আপ্যায়ন ছিল হর-হামেশার ব্যাপার। অথচ, আজকে কি দেখছি আমরা?

ছাত্ররা দস্যুর মত আতংকের বিষয় জনগণের চোখে ভয়ের বস্তু। ছাত্র মানেই উগ্র, নৈরাজ্যবাদী, অস্থিরতার প্রতীক। কিছুতেই বিশ্বাস যোগ্য হয়ে উঠছে না ছাত্র রাজনীতি। অধিকন্তু কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি বিদ্যালয় স্তরেও যে রক্তপাত, বিভীষিকা তাতে দিন দিন আস্থা যাচ্ছে আস্তাকুঁড়ে। ছাত্ররা এ সব সহজে চাপাতেও পারবেন না, অন্যদের কাঁধে। কারণ, ভালো ছাত্রের তুলনায় খারাপের যে অনুপাত, তাতে উদ্বিগ্ন অভিভাবক শ্রেণী, পুরো জাতি আতঙ্কিত। যত রাউণ্ড গুলী বিনিময় হয় ছাত্র সংঘর্ষে, অংকের ছাত্র'রা নিশ্চয়ই তার হিসাব মেলাবেন পাক ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সাথে, নইলে যুদ্ধাক্রান্ত বসনিয়া বা কাবুলের রণক্ষেত্রের সাথে। এতসব অস্ত্রের উৎস কোথায়? তা আমরা জানি, কিন্তু বলিনা, কিংবা বলতে পারি না। সংঘর্ষক্লান্ত ছাত্র'রা কাদের আশ্রয়ে পুষ্ট, কোথায় মিলিয়ে যান, ফের আবির্ভূত হন কোথা থেকে, তারও সন্ধান আছে। এগুলো এখন ওপেন সিক্রেট। এ সব নিয়ে লেখালেখি ও কম হয়নি। বাস্তবে সংঘর্ষ বাড়ছে, মতানৈক্য মুহূর্তে পরিণতি পাচ্ছে রক্তাক্ততায়। এর ফলে মেধাবী ছাত্ররা রাজনীতি ছেড়েছেন। আগে ছাত্র রাজনীতির একটা বড় দিক ছিল ভালো ছাত্রদের অংশ গ্রহণ। এঁদের মেধা জ্ঞান, তেজস্বী বক্তৃতা, সততা, সাধারণ ছাত্ররা অনুকরণ করতো। নাম উল্লেখ না করেই বলা যায় দেশ স্বাধীন হবার কিছু দিন পর পর্যন্ত এধারাই চলে আসছিল যার প্রতিভূ অনেকেই এখনো জীবিত বর্তমান।

তারপর, দ্রুতগতিতে আর সবকিছুর মত ছাত্র রাজনীতিও ডুবে গেল অবক্ষয়ের চরম অনুকারে। বড় বেদনার ব্যাপার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ঐতিহ্যবাহী দেশের সর্ববৃহৎ শিক্ষায়তনে ছাত্রীরা তাঁদেরই নির্বাচিত করতে এগিয়ে গেলেন, যারা টেনে নিয়েছিল তাদের আঁচল, সম্মান, সম্ভ্রম। এখানে কোন দলের পক্ষে আমি কলম ধরছি না। এ ঘটনাটি সত্য ও চাক্ষুস। তাই প্রশ্ন জাগে, ছাত্রীদের মূল্যবোধ কি চায়? পরিবর্তিত মূল্যবোধের ফলশ্রুতিতে কী তাঁদের কাম্য? একি বীর পূজা? না, শ্রখ, বেদনা কাতর, আত্মত্রাণে অপারগ, রাজনীতির প্রতি ঘৃণার প্রকাশ? যদি শেষেরটিই উত্তর হয়, তবে আশা যে মরে যায় নি, সম্ভাবনার সলতে যে টিম টিম করে বলছে, একথা বলা যাবে। আর যদি প্রথম উত্তরটি সত্য হয়? এ জাতি কি কোন দিন আর শির উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে? তাছাড়া আমরা অতীতে দেখেছি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সব সময় বিরোধী দল সংসদে বিজয়ী হতো। এতে একটা উপকার হাতে হাতে পাওয়া যেত, তা হলো সরকারী দলের দ্রুত মনোযোগ। কারণ ছাত্ররা বিরোধী শিবিরে থাকলে সরকারের ভয় বাড়ে। বাড়ে সচেতনতা। এ কথা বলছি না যে সরকারী দল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জয় লাভ করতে পারবে না। জয়লাভ তাঁরা অবশ্যই করবেন। এবং নিশ্চয়ই দখল করবেন সংসদের পদ। কিন্তু বাস্তবতা কি বলছে, যে সরকার শ্রমজীবী, চাকরিজীবী, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, তাঁতী, কৃষক এমন কি উচ্চবিত্তের মন তুষ্টিতেও দারুণ ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছেন তাদের সহযোগি অনুগামী ছাত্র সংগঠনই জিতে চলেছে, একের পর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ক্ষমতা চলে আসছে তাঁদের মুঠোয়।

এই যে, স্রোতের বিপরীত যাত্রা, এর কারণ কি? প্রধানতঃ এই প্রবণতাকে আমরা দু'ভাবে চিহ্নিত করতে পারি। প্রথমতঃ এযাত্রা উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং পরিস্থিতি জানাচ্ছে, এ উদ্দেশ্য অবশ্যই মহৎ নয়। সরকারী দলে থাকার যে সুবিধা বা সুযোগ তার পুরোটাই পেতে চান তাঁরা। হয়ত অল্প বয়সে সুযোগ লুটার এই মোক্ষম সময় হাতছাড়া করতে চান না ছাত্র'রা। আর চাইবেনই বা কেন? তাঁদের সামনে যে ইতিহাস, সেখানে তো এমন কোন দৃষ্টান্ত নেই, যাতে উদ্বুদ্ধ হবেন ত্যাগে। নজীর আছে কি আত্মত্যাগীদের বরণ করার? আমরা কি এমন কোন উদাহরণ স্থাপন করতে পেরেছি, যাতে ছাত্ররা হবেন লোভশূন্য, নির্ভয়, সমাজ উপকারী? বরং দেশ হিতৈষী হবার সমস্ত পথ রুদ্ধ করেছি আমরা। প্রমাণ করেছি, দেশের জন্য জীবন দান প্রায় বোকামীরই নামান্তর। অনেক শহীদের পিতা মাতার সম্বল হয়েছে অপমান, অসম্মান। আর চোখের জল তো নিত্য সম্বল। কোন জিনিস বা ঘটনার আকস্মিকতায় উদাহরণ হয়, নিত্যদিনের সর্বজনীনতায় নয়। এই যে অবিরল প্রাণহানী এর ফলে আদর্শিক ও অনাদর্শিক উভয় মৃত্যু সমান স্তরে ঠাঁই নিয়েছে। শহীদ আসাদের মৃত্যু যেমন কাঁপিয়ে দিতে পেরেছিল সমগ্রদেশ, বহু বছর পর নূর হোসেন ফের কলম ধরালেন শামসুর রহমানকে। কিন্তু মাঝখানে ও প্রচার আত্মত্যাগের ঘটনা আছে, আছে প্রাণ বিসর্জনের উজ্জ্বল উদাহরণ। তবু ঐ যে মৃত্যুর মিছিল, তার মাথা গোনাতেই অদৃশ্য হয়ে গেছে অনেক বিশিষ্ট প্রাণ। এর জন্যে আমাদের দায়টাই বেশি। আমরা বলতে যারা নিজেদের সচেতন ভাবি এবং মূল্যায়নের নামে ঘটনা প্রবাহ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করি আন্দোলন বা উত্তাপের আঁচ। এ আমরাই ভূরি ভূরি রচনায় জনগণকে ক্লান্ত করছি বটে, দিতে পারছিনা পথের সন্ধান। সাধারণ মাঝারি মানের আমাদের মত প্রতিভার(?) তো দূরের কথা যারা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী তাঁরা কী পেরেছেন, প্রকৃত পথের উৎস নির্দেশ করতে? পারেন নি। স্পষ্ট করে বলা যায়, পঁচাত্তর পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে এ দেশের তাবৎ বুদ্ধিজীবীরা পালন করতে পারেন নি বলিষ্ঠ ভূমিকা। ফলশ্রুতিতে ... অগ্রসর, চেতনাময়, সম্ভাবনার সবচে' প্রবলতম অংশ ছাত্র সমাজ ক্রমে পতিত হল অন্ধকারে। যে দেশে জাতির জনক থাকেন অন্ধকারে, দূর গ্রামে অবহেলায়, অনাদরে, যে সমাজে রাজাকাররা সমাজপতি বনে যান, হয়ে ওঠেন দন্ড মুন্ডের কর্তা, ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয় মুক্তিযুদ্ধের বিকৃতি। সেখানে নতুন প্রজন্ম কি ভাবে বেড়ে উঠবে, অনুমান করা চলে। সবচেয়ে বড় কথা এসবের ওপরেও রয়েছে টোপ। সুযোগের ক্ষমতার এবং ধর্মের।

ধর্মের টোপ বলছি এ কারণে, ধর্মপ্রাণ সকলেই। প্রায় প্রত্যেকেরই আছে বা থাকতে পারে ধর্মীয় চেতনা। আর কারো যদি প্রবল অতিশয্য'র বদল থাকে সূক্ষ্মচিন্তা এরা তা মানতে নারাজ। মানতে নারাজ কারো মুক্ত চিন্তা। কারো ধর্মীয় উদাসীনতা। অথচ, বৃহতের সাথে, প্রগতির সাসে যুক্ত হবার পথে ধর্মকে এগিয়ে দেবার কাজটি যত্নে দূরে রেখে এরা প্রতিপক্ষ করে তুলেছে ধর্ম ও প্রগতিকে। তাই অন্যান্য ক্ষণের ন্যায় ছাত্র রাজনীতিকে ও ধর্মীয় গোঁড়ামীর প্রবক্তরা লুফে নিয়েছে বিচরণ ক্ষেত্র রূপে। অতপর খুব স্বাভাবিক উপায়ে, সঙ্গতভাবেই ছাত্র'রা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ল। দ্রুত একে অপরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হয়ে নামলো, এই যে যুদ্ধংদেহী মনোভাব, আগেও ছিল। তবে পার্থক্য এই, আগে গুটিকয় মাস্তান ছাত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতো ছাত্র'রা, সাধারণ ছাত্র সমাজ। আর এখন বহুধা বিভক্ত ছাত্র'রা প্রবল বিক্রমে এক এক গোষ্ঠী হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে অন্য গোষ্ঠীর ওপর। ফলে বাড়ছে লাশের সংখ্যা, অগণন লাশের ভীড়ে স্বপ্ন চাপা পড়ছে। মার চোখ জুড়ে ভেসে উঠছে অসহায়ত্ব।

কাজেই আজকে যখন শিক্ষায়তনগুলিতে সরকারী দলের প্রাধান্য দেখি, বুঝতে কষ্ট হয় না, ত্যাগের বিরুদ্ধে, বিদ্রোহের বিরুদ্ধে, আপোদের পক্ষে, সুবিধার পক্ষে দাঁড়াতে চাইছে তারা। এর মধ্যে আত্মরক্ষার তাগিদ এবং সুযোগ নেবার ইচ্ছে দুটোই লুকায়িত। শত্রুবেষ্টিত স্বদেশে পিছু হটছে ছাত্র সমাজ, দেশের ভবিষ্যত।

যে কথা দিয়ে শুরু হয়েছিল আলোচনা, সেখানে গিয়েই বলি, বাংলাদেশের প্রাণ এই সব প্রাগ্রসর ছাত্র সমাজ যদি রুখে দাঁড়াতে ভুলে যায়, তবে বিপদ বাড়বে। ইতিহাস বিকৃতি রোখা, সত্যেকে তুলে আনা আর সুখী দেশ গড়ার লক্ষ্যে ইতিহাসকে রাখতে হবে দৃশ্যমান। তবে অন্ধকার কাটবে। সত্যের আলো প্রবেশ করবে হৃদয়ে। মেধাবী তরুণরা এগিয়ে এলে রাজনীতির দুর্নীতি হ্রাস পাবে। রাজনীতির দুর্নীতি বলতে আমরা আজকের পরিপার্শ্ব, রাজনৈতিক স্বার্থান্ধতার বিশাল অন্ধকার প্রেক্ষাপটকেই ধরে নেব, যদিও সে আলোচনার জন্য চাই বৃহৎ আয়োজন। সে যাই হোক রাজনীতির দুর্নীতি দূর না হলে ক্ষমতা ভোগের লিপ্সা যেতে পারে না। আর এই মোহ টেনে আনে নানান ধরণের অপকর্মকে, জন্ম দেয় ব্যর্থ অনুজ্জ্বল ভবিষ্যতের।

আমরা যদি দেশ প্রেমিকদের সম্মান করি, ভালোবাসি অকুতোভয় সৈনিকদের, ছাত্ররা জাগবেন। সমাজ যদি পেশাভিত্তিক কারিগরীবিদ্যার ছাত্রদের চাইতে সত্যিকার মেধাবী ছাত্রদের মূল্যায়ন করে, সামাজিক মর্যাদা দানে এগিয়ে আসে, সাধারণ ছাত্ররা অন্তর্গত ভাবে উপলব্ধি করবেন দ্রোহের মর্যাদা, দেশ প্রেমের তাগিদ। আর সেখানেই আছে জাতির উত্থানের ইংগিত। বাস্তবতা যদিও এক নিমিষে পরিবর্তনযোগ্য নয়, তথাপি আমরা আশায় থাকবো, ছাত্ররাই ঘুরে দাঁড়াবেন সত্যের দিকে, তাঁদের মোহহীন ভালোবাসায় এ দেশ মুগ্ধ হবে, এ আশা অযৌক্তিক নয়। তাই আমাদের স্বপ্ন সফল করতে ছাত্রদের প্রতি কর্তব্য পালনে এগিয়ে আসতে হবে সকলকে। যা কোন দলীয় সংকীর্ণতার গন্ডীতে নয়, বড় মাপের মানুষ হবার আহবানে হবে ভরপুর। আমরা চাই আমাদের অন্ধকার অতীতকে ঢেকে দিক, রক্তপাতহীন অকারণ সংঘর্ষহীন ছাত্রদের সফল উত্থান।

করে এ স্বপ্ন হবে সার্থক?

অজয় দাশগুপ্ত: প্রাবন্ধিক, কলাম লেখক।